প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিবের সাথে এইচআরডি কোরিয়া (HRD Korea) বাংলাদেশস্থ প্রতিনিধির সৌজন্য সাক্ষাৎ

ঢাকার ইস্কাটনস্থ প্রবাসী কল্যাণ ভবনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. নমিতা হালদার, এনডিসি'র সাথে তার অফিস কক্ষে ২৬ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ বেলা-০২.৪৫ টায় এইচআরডি কোরিয়া-র ইপিএস সেন্টার, ঢাকা-র প্রতিনিধি LIM, Chung-keun এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষাৎকালে কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ, কর্মীদের বর্তমান অবস্থা ও আরও কর্মী নেওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লি. (বোয়েসেল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মরণ কুমার চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

এইচআরডি কোরিয়া-র ইপিএস সেন্টার, ঢাকা-র প্রতিনিধি LIM, Chung-keun জানান, বোয়েসেলের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া ২০১৮ এর জানুয়ারি থেকে কন্সট্রাকশন (নির্মাণ) ও প্লান্টেশন (কৃষি) খাতে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেন, ২০০৮ সাল থেকে যে সকল বাংলাদেশি কর্মী দেশে ফেরার গ্যারান্টি বিমা এবং রিটার্ন কষ্ট বিমা দাবী না করে দক্ষিণ কোরিয়া ছেড়ে এসেছেন এমন ২২৭ জন কর্মীকে বিমার আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রম/প্রাসঙ্গিক আইন অনুযায়ী কর্মীদের এ বিমা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। LIM, Chung-keun আরও জানান, বর্তমানে বাংলাদেশি কর্মী অবৈধভাবে কোরিয়ায় অবস্থানের হার পূর্বের তুলনায় এখন অনেক বেশি। যা হ্রাস করা দরকার। তিনি আরও জানান, ইপিএস প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ও কিরগিরিস্থান দ্রুততার সাথে সকল কার্যক্রম শেষ করে কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করছে যা কোরিয়া কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. নমিতা হালদার, এনডিসি ইপিএস প্রক্রিয়ায় বোয়েসেলের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়ায় ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে কন্সট্রাকশন ও প্লান্টেশন খাতে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়ার প্রাথমিক পরিকল্পনা/সিদ্ধান্তকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ইপিএস কোরিয়ার আওতায় যাওয়া বাংলাদেশি কর্মীদের অবৈধ অবস্থান হ্রাস করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ও তিনি প্রতিনিধিকে আশ্বস্ত করেন। উল্লেখ্য, ইপিএস প্রক্রিয়ায় এখন পর্যন্ত শুধু ম্যানুফেকচারিং (শিল্পকারখানায়) খাতে কর্মী নেওয়া হচ্ছে।